বাংলায় বিজ্ঞানের প্রসার, জনপ্রিয়করণ ও প্রচার: ভবিষ্যতের পথ

ভবানী প্রসাদ সাহু

লেখক এম বি বি এস ও আকুপাংচার বিশেষজ্ঞ।বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি স্বাস্থ্য প্রকল্পে যুক্ত।বাংলায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, জনস্বাস্থ্য, বিজ্ঞানমনস্কতা প্রতিষ্ঠা, ও কুসংস্কার-ধর্মান্ধতা বিরোধী বই ও পুস্তিকার সংখ্যা প্রায় ৫০ টি।১৯৮৯ এ বিজ্ঞান সাহিত্যে রবীন্দ্র পুরস্কার, ২০১৮ এ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রদত্ত 'অধ্যাপক নরেশকুমার দাস স্মৃতি পুরস্কার' এ সম্মানিত।

সংক্ষিপ্তসার

দেড়শ' বছর আগে বাংলায় লেখা কবিতার বই ও বিজ্ঞানের বই বলে চিহ্নিত হতো, যেমন ১৮৫৫-এ রসিক চন্দ্র রায়ের কবিতার বই এর নাম ছিল 'বিজ্ঞান সাধুরঞ্জন'।কিন্তু ক্রমশ বাংলায় বিজ্ঞানের বই বলতে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা বইই বোঝায়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু বহুজনই বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।এখন বাংলায় বিজ্ঞানের বইও কম দেখা হয় না।তবুও বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষায় ও গবেষণায় বাংলা প্রায় উপেক্ষিত, অথচ চীন-জাপান-জার্মান-ফ্রান্স এর মতো দেশের বহু আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাপত্র ইংরেজিতে নয়, বিজ্ঞানীর মাতৃভাষায় লেখা হয়। বাংলায় বিজ্ঞানের অনেক বইয়ের মান নিয়েও বিতর্ক আছে। কিন্তু তৃণমূল স্তরে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার ও বিজ্ঞানমনস্কতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের নানা বিষয় বোধগম্য করার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার বিকল্প নেই। অন্যদিকে বাংলাভাষী বিজ্ঞানীদের মধ্যে উচ্চমানের গবেষণা যদি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় না হয়, তবে তাঁদের লেখা বাংলা গবেষণাপত্র ও আন্তর্জাতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না, যেমন ঘটে ইংরেজি ভাষার বাইরে পূর্বোক্ত নানা দেশের বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে, ঘটেছে আইনস্টাইনের জার্মান ভাষার গবেষণাপত্রের ক্ষেত্রে। এটিও আবার নির্ভর করে নিজেদের পরিসরে, অর্থাৎ যেমন পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশে, উচ্চমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, তার পরিকাঠামো, সুযোগ সুবিধা তথা সরকারি ও রাজনৈতিক উদ্যোগ ও সদিচ্ছার ওপর। শুধু আবেগ ও মাধুর্যের দোহাই দিয়ে ভাষাকে, বিশেষ করে ঐ ভাষায় বিজ্ঞানের রচনাকে প্রতিষ্ঠা করা দূরূহ।তাই (১) একদিকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহজবোধ্য বিজ্ঞানের বই ও রচনার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রী থেকে উচ্চতর স্তরের জন্য লেখাপত্র ব্যক্তিগত, স্বেচ্ছাসেবী ও সরকারি স্তরে বাড়ানো দরকার, (২) পরিভাষার ক্ষেত্রে গোঁড়ামি ছেড়ে প্রতিষ্ঠিত অ-বাংলা পরিভাষা (যেমন ক্যাথোড-অ্যানোড, বা সিস্টোল-ডায়াস্টোল), ও প্রতিষ্ঠিত বাংলা পরিভাষা (যেমন সালোকসংশ্লেষ বা অণু-পরমাণু) গ্রহণ করা দরকার এবং জোর করে দুর্বোধ্য পরিভাষা তৈরি নি করা, (৩) বিজ্ঞানের বইতে অবৈজ্ঞানিক ও অপবৈজ্ঞানিক কথাবার্তাকে পরিহার করা, এবং প্রয়োজনে তার সমালোচনা মূলক আলোচনা করা, (৪) সরকারি ও রাজনৈতিক ভাবে উচ্চমানের বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়া এবং বাংলাভাষায় তা পরিচালনা করার জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য ও প্রয়োজনীয় সম্মান-মর্যাদা দেওয়া, (৫) বিদেশের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বাংলাভাষার গবেষণাপত্র ও রচনাকে পৌঁছে দেওয়ার সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করা (যেমন বাংলায় না লিখলে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' লিখতে পারতেন না, কিন্তু তাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে হয়েছিল) – এই ধরনের প্রচেষ্টায় বাংলায় বিজ্ঞানের প্রসার, জনপ্রিয়করণ ও প্রচার ভবিষ্যতে ক্রমশ উচ্চতর স্তরে যেতে পারবে।